জাতিসংঘ সাপ্তাহিক সংবাদ সংক্ষেপ

সংখ্যা - মে ২০০৮/০১

জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র,ঢাকা

সংবাদ শিরোনাম

* এযাবৎকালের সর্ববৃহৎ পুর্ব ইউরোপ/মধ্য এশিয়া এইডস সম্মেলন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে-জাতিসংঘ
* বিশ্বের অরক্ষিত জনগোষ্ঠিকে আরও উন্নত সেবা প্রদানের জন্য জাতিসংঘের সহোদর সংস্থাসমুহের মধ্যে ঐক্য জোড়দার
* উন্নয়নের একটি গুরুত্বপুর্ণ উপাদান হল ডাক সেবা - জাতিসংঘ মহাসচিব বান কি-মুন
* বিশ্বব্যাপী খাদ্যসংকট মোকাবিলায় জাতিসংঘ মহাসচিব বান কি-মুনের নেতৃত্বে টাস্কফোর্স গঠিত
* গাজার সর্বশেষ সহিংসতার পর ইসরাইলকে সংযত হতে জাতিসংঘ মহাসচিবের আহ্বান

এযাবৎকালের সর্ববৃহৎ পুর্ব ইউরোপ/মধ্য এশিয়া এইডস সম্মেলন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে- জাতিসংঘ

২ মে – আগামীকাল মস্কোতে অনুষ্ঠিতব্য সমগ্র পুর্ব ইউরোপ/মধ্য এশিয়ার এযাবৎকালের সর্ববৃহৎ এইডস বিষয়ক সম্মেলনে জাতিসংঘ অংশ নিতে যাচ্ছে।

৫০ টি দেশের প্রায় ২০০০ হাজার অংশগ্রহণকারীগণ তিন দিনব্যাপী এই সম্মেলনে আঞ্চলিক সফলতা মুল্যায়ন, ফলাফল বিনিময় এবং এ মহামারীর আঞ্চলিক প্রভাব মোকাবিলায় করণীয়সমুহ সম্পর্কে আলোচনা করবেন।

'Accelerating Access to HIV Prevention, Treatment and Care for All' এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে এ সম্মেলনে জাতিসংঘ এইচআইভি/এইডস কার্যক্রম; জাতিসংঘ সমর্থিত এইডস, যক্ষা ও ম্যালেরিয়া নির্মুল বিশ্ব তহবিল; আন্তর্জাতিক এইডস সম্প্রদায়; ভোক্তার অধিকার সংরক্ষণ এবং রাশিয়ান ফেডারেশনের কল্যাণে রাষ্ট্রীয় সেবা সংস্থা প্রভৃতির সমন্বয়ে যৌথভাবে বিভিন্ন উদ্যোগ নেয়া হবে।

UNAIDS এর নির্বাহী পরিচালক পিটার পিয়োট বলেন, পুর্ব ইউরোপ এবং মধ্য এশিয়া এই মহামারির সবচেয়ে ঝুঁকির মধ্যে আছে । তিনি উলে-খ করেন এ ব্যাপারে সরকার, সুশীল সমাজ এবং অন্যান্য সম্প্রদায়ের নেতৃত্ব ও সহযোগিতা সমৃদ্ধকরনে উলে-খযোগ্য উদ্যোগ পরিলক্ষিত হয়েছে।

এইচআইভি সম্পর্কিত লজ্জা এবং বৈষম্য এ অঞ্চলে এইচআইভি প্রতিরোধে ব্যাঘাত ঘটাচ্ছে। আমরা যদি সত্যই অগ্রগতি সাধন করতে চাই তাহলে রাজনৈতিক উদ্যোগ প্রয়োজন।

২০০১ সালে এ অঞ্চলে এইচআইভি ভাইরাস আক্রান্তদের সংখ্যা ছিল ২,৩০,০০০ জন, ২০০৭ সালে কমে হয় ১,৫০,০০০ জন, যার অর্থ হলো এ অঞ্চলে এইচআইভি/এইডস চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় গৃহীত পদক্ষেপগুলো ফলপ্রসু হয়েছে।

তবে UNAIDS এবং জাতিসংঘ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে এ ভাইরাস আক্রান্তের সংখ্যা বৃদ্ধি অব্যাহত আছে।

এ মহামারিতে নারীদের আধিক্যই বেশি পরিলক্ষিত হয়েছে। যা আরও অসংখ্য নারীর জীবনকে ক্ষতিগ্রস্থ করছে, যুবসমাজকে প্রভাবিত করছে এবং বহুমুখী যৌন সংক্রমন বৃদ্ধি করছে।

২০০৬ সালের মে মাসের উদ্বোধনী অধিবেশনের পর পুর্ব ইউরোপ ও মধ্য এশিয়ার (EECAAC-II) এ সম্মেলনটি দ্বিতীয় এইডস সম্মেলন ।

বিশ্বের অরক্ষিত জনগোষ্টিকে আরও উন্নত সেবা প্রদানের জন্য জাতিসংঘের অঙ্গীভূত সংস্থাসমুহের মধ্যে ঐক্য জোড়দার

১ মে – শরনার্থীদের সেবা প্রদান এবং যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য অধিকারের উন্নয়নে কর্মরত জাতিসংঘের অঙ্গীভূত সংস্থাসমুহ সব সংস্থার জন্য সাধারন চ্যালেঞ্জগুলো যেমন: যৌন এবং লিঙ্গা ভিত্তিক সহিংসতা এবং অভ্যন্তরীন স্থানান্তরিত জনগোষ্টির (IDP) প্রয়োজন মেটানো ইত্যাদি মোকাবিলা করতে নিজেদের মধ্যে অংশীদারিত্ব বাড়াচ্ছে ।

জাতিসংঘ শরনার্থী বিষয়ক হাই কমিশনার (UNHCR) এনটোনিও গুটোরেস এবং জাতিসংঘ জনসংখ্যা তহবিলের (UNFPA) নির্বাহী পরিচালক সোরায়া আহমেদ ওবায়েদ গতকাল জেনেভাতে এ দুটি সংস্থার মধ্যে সম্পর্ক আরও জোড়দার করতে একটি যৌথ পত্রে স্বাক্ষর করেন। এ দুটি সংস্থা বহু বছর যাবৎ পারস্পারিক স্বার্থ সংশি-ষ্ট বিষয়ে একত্রে কাজ করছে।

UNHCR এর মাঠ পর্যায়ে তথ্য এবং সমন্বয় সহযোগিতা বিভাগের প্রধান র্কাল স্টেইনাকার বলেন, নতুন স্বাক্ষরিত পত্রটি হল এ দুটি সংস্থার মধ্যে সহযোগিতা আরও বর্ধিতকরণের একটি উদ্যোগ।

এ দুটি সংস্থা যৌথভাবে এটা নিশ্চিত করবে যে শরনার্থী এবং অভ্যন্তরীন স্থানান্তরিত জনগোষ্টি, স্বাস্থ্য বিধির প্রস্তুতি এবং প্রশিক্ষণ, নির্দেশনা এবং যৌন ও লিঙ্গা ভিত্তিক সহিংসতা মোকাবিলায় প্রয়োজনীয় সম্পদ বিশেষভাবে যা শরনার্থী সম্প্রদায়ের জন্য প্রয়োজন প্রভৃতিসহ উন্নত স্বাস্থ্যের অধিকার ভোগ করতে পারে।

এছাড়াও জাতিসংঘ জনসংখ্যা তহবিল (UNFPA) জাতিসংঘ শরনার্থী হাই কমিশনার (UNHCR) কে বিভিন্ন দ্রব্য সরবরাহ করবে যেমন নারী ও পুরুষের কনডম, যা সংঘর্ষ এলাকাসমুহে অপ্রত্যাশিত গর্ভধারণ ও যৌন বাহিত জীবানু সংক্রমন রোধ করবে।

এ দুটি সংস্থা একত্রে `Positive Living an exhibition for refugee setting' শীর্ষক একটি চিত্র ও ভিডিও প্রকল্পে কাজ করছে। যার মাধ্যমে এইচআইভি আক্রান্ত রোগিরাও যে স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে পারে তা দেখানোর মাধ্যমে এইচআইভি/ এইডস্ আক্রান্তদের লজ্জাবোধ মোচনে সহায়তা করবে, যা সমগ্র আফ্রিকার সব শরনার্থী শিবিরগুলোতে ছড়িয়ে পড়েছে।

অন্যান্য এলাকায় এ দুটি সংস্থা স্থানান্তরিত জনগণ সম্পর্কে সঠিক তথ্য সরবরাহসহ নিবিড় সহযোগিতা প্রদানের মাধ্যমে সুফল পেতে কাজ করছে। যার মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্থরা তাদের যা প্রয়োজন তা পাচ্ছে এটা নিশ্চিত করা হবে । এছাড়াও UNFPA এর বিশেষজ্ঞদের দ্বারা প্রণীত আদমশুমারী সারা বিশ্বের রাষ্ট্রহীন জনগোষ্টিকে চিহ্নিত করতে সহায়তা করবে।

উন্নয়নের একটি গুরুত্বপুর্ণ উপাদান হল ডাক সেবা - জাতিসংঘ মহাসচিব বান কি-মুন

৩০ এপ্রিল – জাতিসংঘের সংস্থা হিসেবে সর্বজনীন ডাক ইউনিয়নের (UPU) ৬০ বর্ষ পুর্তি উৎসবে জাতিসংঘ মহাসচিব বান কি-মুন ডাক সেবার গুরুত্বের কথা তুলে ধরেন। বিশেষ করে যখন লক্ষ লক্ষ মানুষ তাদের স্বদেশ থেকে দুরে অবস্থান করে এবং গুরুত্বপুর্ণ খবর ও সম্পদ তাদের স্বজনদের সাথে বিনিময় করার জন্য উদ্বিগ্ন থাকে।

সুইজারল্যান্ডের বার্ন শহরে সর্বজনীন ডাক ইউনিয়নের দপ্তরে গত সোমবার জনাব বান বলেন, এটি একটি ক্ষুদ্রতম বিশেষায়িত সংস্থা হতে পারে, তবে এ সংস্থাটি যে কাজ করে তা সমগ্র জাতিসংঘ কর্মকান্ডের অভিযানকে বিস্তৃত করার কেন্দ্র বিন্দুতে আছে।

মহাসচিব বলেন, ডাক বিভাগ উন্নয়নের ক্ষেত্রে সুপরিচিত অবদান রাখে এবং UPU উন্নয়নশীল দেশগুলো, বিশেষ করে আফ্রিকার দেশগুলোর জন্য বাণিজ্য সম্পর্কিত অবকাঠামো উন্নয়ন এবং সামর্থ সমৃদ্ধ করণে সহায়তা করে।

তিনি উলে-খ করেন, ডাক সেবার তথ্য, মালামাল এবং তহবিল স্থানান্তরের সামর্থ উন্নয়নশীল দেশগুলোয় ক্ষুদ্র ব্যবসার সমৃদ্ধিতে এবং শিল্পন্নোত দেশগুলোর বাজারে প্রবেশে গুরুত্বপুণ সহায়তা হিসেবে কাজ করতে পারে।

বিভিন্ন দেশের জাতীয় ডাক সেবাসমুহের মধ্যে সহযোগিতার প্রাথমিক ফোরাম হল UPU, এ সংস্থাটি তার ১৯১ টি সদস্য দেশের মধ্যে আন্তর্জাতিক ডাক বিনিময় বিধি প্রণয়ন করেছে এবং বার্তা বিনিময় সংখ্যা আরও বাড়ানোর এবং এ খাতের সেবার মান বাড়ানোর সুপারিশ করেছে। প্রতি বছর বিশ্বের ৫ মিলিয়ন ডাক কর্মী ৪৩৩ বিলিয়ন চিঠি দেশের অভ্যন্তরে এবং ৫.৫ বিলিয়ন চিঠি আন্তর্জাতিক পরিসরে বিতরন করে। একই সাথে ৬

বিলিয়নেরও বেশী পার্সেল বিতরন করে।

বিশ্বব্যাপী খাদ্যসংকট মোকাবিলায় জাতিসংঘ মহাসচিব বান কি-মুনের নেতৃত্বে টাস্কফোর্স গঠিত

২৯ এপ্রিল– খাদ্যমুল্যের উর্ধ্বগতির কারণে বিশ্বব্যাপী উদ্ভূত সংকট মোকাবিলায় জাতিসংঘ ব্যবস্থার সকল উদ্যোগসমুহকে সমন্বিত করতে জাতিসংঘ মহাসচিব বান কি-মুন আজ একটি উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন টাস্কফোর্সের নেতৃত্ব দানের কথা ঘোষণা করেন।

জাতিসংঘের সকল সংস্থা, তহবিল এবং কার্যক্রমের প্রধানগণ, বিট্রন উডস্ সংস্থাসমুহ, জাতিসংঘের বিশেষজ্ঞগণ এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় থেকে নেতৃস্থানীয় কর্তৃপক্ষগণের সমন্বয়ে বিশ্ব খাদ্য সংকট মোকাবিলায় এই টাস্কফোর্স গঠিত হবে।

এই দলটিতে দু'জন সমন্বয়কারী থাকবেন-নিউইয়র্কে মানবিক বিষয়ক উপ-মহাসচিব, জন হোমস্ এবং জেনেভাতে জাতিসংঘ ব্যবস্থার ইনফ্লুয়েঞ্জা সম্পর্কিত জ্যেষ্ঠ সমন্বয়কারী ডেভিড নামারো। সমন্বকারীগণ মে মাসের প্রথম সপ্তাহে বৈঠকে মিলিত হবেন বলে আশা করা হচ্ছে।

প্রধান নির্বাহী বোর্ডের (CEB) দু'দিন ব্যাপী সভার পর এই ঘোষণাটি আসে। জাতিসংঘের ২৭ টি সংস্থা, তহবিল এবং কার্যক্রমের প্রধানদের অংশগ্রহণে এবং জাতিসংঘ মহাসচিব বান কি-মুনের সভাপতিত্বে, সুইজারল্যান্ডের বার্ন শহরে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভার পর প্রকাশিত একটি প্রেস বার্তায়, CEB আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে দ্রুত জরুরি তহবিলে ৭৫৫ মিলিয়ন ডলার প্রদানের আহ্বান জানায়, যা দিয়ে জাতিসংঘ বিশ্বের লক্ষ লক্ষ ক্ষুধার্ত জনগনের খাবারের ব্যবস্থা করবে, আর এটা হবে এই ঐক্যবদ্ধ ধারাবাহিক উদ্যোগের প্রথম পদক্ষেপ।

জনাব বান বার্নে এক সংবাদ সম্মেলনে বলেন, আমরা অগণিত ক্ষুধার্ত মানুষকে দেখতে পাচ্ছি এবং অপুষ্টির দৃষ্টান্ত আরও বাড়ছে, যা বিভিন্ন মানবিক সংস্থাসমুহের মানবিক প্রয়োজনসমুহ মেটানোর সামর্থকে মারাত্মকভাবে ব্যাহত করছে, বিশেষ করে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় যে পরিমাণ তহবিল প্রদানের অঙ্গীকার করেছিল, সে পরিমাণ তহবিল সংগ্রহ করা যায়নি।

তিনি সতর্ক করে দিয়ে বলেন, যদি জরুরি প্রয়োজনের এই তহবিলের পুরোটা পাওয়া না যায় তাহলে আমরা আরও ব্যাপক বিস্তৃত ক্ষুধা, অপুষ্টি এবং সমাজিক বিশৃংখলায় পতিত হব যার আকার হবে খুবই অপ্রত্যাশিত।

মৌলিক খাদ্য দ্রব্য যেমন, চাল, গম ও ভুট্টার অব্যহত মুল্য বৃদ্ধির কারণে বিশ্বের কিছু দেশে বিদ্রোহ ও দাঙ্গার ঘটনা ঘটেছে। জনাব বান উলে-খ করেন জ্বালানীর অব্যাহত মুল্য বৃদ্ধি, কৃষিতে পর্যাপ্ত বিনিয়োগের অভাব, চাহিদা বৃদ্ধি, বাণিজ্য ঘাটতি, পুনঃ পুনঃ খারাপ আবহাওয়ার উদ্ভব প্রভৃতি দ্রব্য মুল্য বৃদ্ধির কারণসমুহের অন্যতম।

জেনেভাতে জাতিসংঘ দপ্তর এবং জাতিসংঘ প্রশিক্ষণ ও গবেষণা সংস্থা (UNITAR) ধারাবাহিক আয়োজনের প্রথমটিতে বক্তব্য প্রদানকালে জনাব বান উলে-খ করেন, খাদ্য সংকট আমাদের সব ভাল কাজকে বন্ধ করার হুমকি দিচ্ছে।

তিনি বলেন, যদি এ পরিস্থিতি ভালভাবে সামাল দেয়া না যায় তাহলে এটা থেকে অন্যান্য সংকটেরও উদ্ভব হতে পারে। যা বিশ্বব্যাপী বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, সামাজিক অগ্রগতি এবং এমনকি রাজনৈতিক নিরাপত্তাকে আঘাত করবে।

ক্ষুধার্তদের জরুরি ভিত্তিতে খাওয়ানোর ব্যবস্থা করাকে প্রাধান্য দিয়ে জনাব বান ক্ষুদ্র কৃষকদের আগামী মৌসুমের ফসল উৎপাদনের জন্য যা প্রয়োজন সেগুলো সরবরাহ করে 'আগামী কালের' খাবার নিশ্চিত করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

এ সংকট মোকাবিলায় জাতিসংঘ সংস্থাসমুহ ইতোমধ্যে ঐক্যবদ্ধ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। জাতিসংঘ খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (FAO) স্বল্প আয়ের দেশসমুহকে উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য বীজসহ অন্যান্য অনুসংগ প্রদানের জন্য আশু পদক্ষেপ নেবার প্রস্তাব করেছে এবং এজন্য ১.৭ বিলিয়ন ডলার তহবিল প্রদানের আহ্বান জানিয়েছে।

মহাসচিব আরও বলেন, আমি বিশ্বাস করি যে আমরা বিশ্বব্যাপী খাদ্য সংকট মোকাবিলা করতে সক্ষম হব। আমাদের সম্পদ আছে, জ্ঞান আছে, আমরা জানি কি করতে হবে। তাই এ পরিস্থিতিকে আমাদের কেবলই একটি সমস্যা মনে করা উচিত নয়, বরং এটি কাজ করার একটি সুযোগও বটে। যে কারণে তিনি আগামী ৩ ও ৫ জুন রোমে অনুষ্ঠিতব্য খাদ্য নিরাপত্তা সম্পর্কিত উচ্চপর্যায়ের সম্মেলনে বিশ্ব নেতৃবৃন্দকে যোগ দিতে আহ্বান জানান।

গাজার সর্বশেষ সহিংসতার পর ইসরাইলকে সংযত হতে জাতিসংঘ মহাসচিবের আহ্বান

২৮ এপ্রিল– জাতিসংঘ মহাসচিব বান কি-মুন আজ গাজা উপত্যকায় এক মা ও তার চার শিশু সন্তানের মর্মান্তিক মৃত্যুসহ অগণিত বেসামরিক জনগণের মৃত্যুতে নিন্দা প্রকাশ করে, ইসরাইলকে নূন্যতম মানবিকতা ও সংযম প্রদর্শণের আহ্বান জানান।

মহাসচিবের মুখপাত্র কর্তৃক প্রকাশিত এক বক্তব্যে জনাব বান ইসরাইলের নিরাপত্তা বাহিনী (IDF) কে সামরিক অভিযানের সময় আন্তর্জাতিক মানবিক আইন অনুযায়ী বেসামরিক জনগনকে রক্ষা করার তাদের কর্তব্যের কথা স্মরণ করিয়ে দেন।

মহাসচিব ইসরাইলের বিরুদ্ধে হামাস পরিচালিত অব্যহত আক্রমণ ও রকেট থেকে গুলিবষর্ণের বিরুদ্ধাচারণ করেন। তিনি হামাসসহ অন্যান্য সকল দলকে এধরনের সন্ত্রাসী হামলা বন্ধ করার আহ্বান জনান। তিনি আরও উলে-খ করেন গাজাকে অভিযান পরিচালনার কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার করা তাদের উচিত নয়।

জনাব বান বলেন গাজার ভেতরে এবং এর চারপাশে যে অগণিত বেসামরিক জনগনের প্রাণহানী ঘটছে তা খুবই উদ্বেগজনক এবং তিনি পরিস্থিতি দ্রুত শান্ত করার আহ্বান জানান।

মধ্যপ্রাচ্য শান্তি প্রক্রিয়ার জন্য জাতিসংঘ বিশেষ সমন্বয়কারীর (UNSCO) দপ্তর জানায় যে, পরিস্থিতির পরোক্ষ উন্নয়ন হিসেবে ফিলিস্তিন পেট্রোল এসোসিয়েশন আজ নিকট প্রাচ্যে ফিলিস্তিন শরণাথীদের জন্য জাতিসংঘ ত্রাণ ও কার্যক্রম সংস্থাকে (UNRWA) ৫৫,০০০ লিটার ডিজেল সরবরাহ করেছে।

একদিকে UNRWA গত তিন দিন যাবৎ কোন খাদ্য সরবরাহ করতে পারছে না, অন্য দিকে আজকে যে জ্বালানী সরবরাহ করা হচ্ছে তা দিয়ে UNRWA সর্বোচ্চ ছয় দিন তার সরবরাহ অব্যহত রাখতে সক্ষম হবে।

এই সংস্থা সতর্ক করে দিয়ে বলেছে গাজার ব্যাপক মানবিক সমস্যা অনুযায়ী এই জ্বালানী সরবরাহের পরিমাণ যথেষ্ট নয়। জ্বালানীর সংকট চিকিৎসকদের হাসপাতালের সাথে যোগাযোগ করতে, শিক্ষক ও ছাত্রদের বিদ্যালয়ে পৌছাতে বাঁধার সৃষ্টি করছে। উপরুন্তু শস্যের জমিতে সেচ দেয়া যাচ্ছে না, রান্নায় গ্যাসের স্বল্পতার কারণে গাজায় ৪৭ টি বেকারীর প্রায় অর্ধেক সংখ্যক বন্ধ করতে বাধ্য হয়েছে।

UNSCO থেকে জানানো হয় যে একটি যথাযথ বন্টন পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে এবং গাজাতে সব ধরনের সেবা সরবরাহ করতে, পেট্রোল এসোসিয়েশন , ইসরাইল সরকারের কাছ থেকে পর্যাপ্ত জ্বালানী সরবরাহের অঙ্গীকার পাবার চেষ্টা করছে।

** ** **